১. ভূমিকা (Introduction)

মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রি.) পর থেকেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন একটি নতুন গতি পেতে থাকে। ইতিমধ্যেই চিন্তা ও জ্ঞানের যে ফল্গুধারা বয়ে গেছে ভারতের জাতীয়তাবাদ সেই ধারায় পুষ্ট হয়েছে। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ প্রমুখের হাত ধরে ভারতে জাতীয়তাবাদ ক্রমশ উৎসাহিত, সংহত ও সুদৃঢ় রূপ পেতে থাকে। সন্দেহ নেই একটি সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হতে থাকে নতুন পরিস্থিতি, জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা ও মতাদর্শ, নতুন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আধুনিক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির রাজনৈতিক শিক্ষা ও নেতৃত্বকে সামনে রেখে। নতুন রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, বাস্তব সম্পর্কে নতুন বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা, নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক লক্ষ্য, সংগ্রামের নতুন নতুন শক্তি ও প্রতিরোধের কৌশল এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনের সামনে দিক বদলের এক চিহ্ন রেখে গেল। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে প্রতিরোধের কী রূপ হতে পারে রামমোহন সে বিষয়ে ভারতবাসীকে সচেতন করেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির বিচার, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ভারতীয়দের উচ্চপদ ও কার্যালয়ে নিয়োগ, জমিদারি শোষণ থেকে রায়তদের সুরক্ষা এবং নারীর স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন রামমোহন। রামমোহনের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ শাসনের পর্যায় শেষ হয়ে একদিন স্বাধীন ভারতের সূচনা হবে। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। ব্রিটিশ উদার শাসনই দেবে সেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের পরিবেশ। আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন তিনি। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য প্রত্যেকটি সমকালীন লড়াইকে

অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। রামমোহনের ঐতিহ্যকে পুরোপুরি না হলেও আমূল সংস্কারবাদী চেতনার এক ধারাকে বহন করেছেন ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী। ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতার আবেগ ও স্বদেশভক্তির প্রেরণা তিনি সঞ্চার করেছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে ডিরোজিওই জনসভা ও সাংস্কৃতিক মঞ্চের (Cultural Platform) ধারণাটি ভারতীয় মনে জাগ্রত করেছেন। সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, রচনা লেখা, বিতর্ক সভা ইত্যাদির আয়োজন করে ডিরোজিও তরুণ মনকে সমাজ ও মানবমুখী করার চেষ্টা করেছেন। টমাস পেইন, জেরিমি বেন্থামের তাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবী আদর্শকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস অভূতপূর্ব। এই পর্বেই ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তার গতি নির্ধারিত হয়েছে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও সংস্কার আন্দোলনের প্রতিনিধিদের হাত ধরে।

এই ভাবেই রাজনৈতিক মঞ্চ প্রস্তুতির মহড়া চলেছে একে একে বঙ্গ, বিহার, ওড়িশায় *জমিদার সমাজ* (Land-holder's Society, 1838), *বঙ্গীয় ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ* (Bengal British Indian Society), *ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ* (British Indian Association), *মাদ্রাজের স্বজন সমাজ* (Madras Native Association, 1852), *বোম্বাই সংগঠন* (Bombay Association, 1852) ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে। প্রধানত ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের স্থানীয় সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠলেও এদের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের কাছে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়া পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সংগঠনগুলি মূলত প্রশাসনিক সংস্কার, প্রশাসনিক কাজে বেশি করে ভারতীয়দের নিয়োগ, শিক্ষার প্রসার, ভারতে ব্যাবসা ও শিল্পে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য কাজ করেছে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধে প্রচলিত জমিদার, নৃপতি রাজা, উচ্চবর্গের নেতৃত্ব আর কার্যকর নয়। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন পথ ও নেতৃত্ব আবশ্যক। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ শাসন ও নীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারি নীতির বিরোধিতা ও প্রতিরোধ একান্ত আবশ্যক একথা ভেবেই এগিয়ে এলেন একদল বুদ্ধিজীবী। এঁদের প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহী কৃষক বা সাধারণ মানুষের মতো স্বতঃস্ফূর্ত, আগ্রাসী নয় বটে, তবে ধীরে ধীরে আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দেশের রাষ্ট্রশাসনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘটেছে এবং জাতীয় আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে এদের ভাবনা-চিন্তায় এক পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। এই পর্বেই দাদাভাই নৌরোজির *ব্রিটিশ ভারতীয় সংঘ* (British Indian Association, 1866), মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গণেশ বাসুদেব জোশি প্রমুখের নেতৃত্বে *পুনা সার্বজনিক সভা* (Puna Sarvajanik Sabha, 1870), সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে *ভারত সভা* (Indian Association, 1876) প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হল। লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল **শাসন নীতির (১৮৭৬-১৮৮০ খ্রি.) প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সারা ভারতে আন্দোলন ও সংগঠনের মিলিত পরিণতি হিসাবে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হল।** এই সংগঠন কতটা স্বকীয়, ভারতবাসীর নিজস্ব প্রয়াসে গড়ে উঠেছে বা এর পেছনে ব্রিটিশ কূটনীতি ও কৃৎকৌশল কীভাবে কাজ করেছে এই নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। এই পর্বে বাংলা, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সর্বভারতীয় মঞ্চে মিলিত হবার উদ্যোগে ব্রিটিশ ভাইসরয় আলবার্ট অক্টাভিয়ান হিউমের (A. O. Hume) হস্তক্ষেপ ও পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টির ভিত্তি কতটা জাতীয়তাবাদী এবং কতটা ব্রিটিশ শাসকের মহানুভবতার দান ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গবেষক মহলে তা রীতিমতো আকর্ষণীয় বিতর্কে পরিণত হয়েছে।